International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 116-119
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 21-03-2026
Accepted: 30-03-2026
Publish : 31-03-2026

Ajima Khatun
M.A.(Political Science),
Diamond Harbour Women's University

Correspondence:
Ajima Khatun
M.A.(Political Science),
Diamond Harbour Women's University

নারীর রাজনৈতিক উন্নতি: কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোকে একটি বিশ্লেষণ।

Ajima Khatun

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19402297

Abstract:-

India is a multicultural country, where women are revered as mothers and goddesses, an integral part of Indian culture. Ancient Indian scriptures, such as the Rigveda, Atharvaveda, Mahabharata, and Ramayana, depict the character of women as a shining star. Kautilya's 'Arthashastra' sheds light on the status of women in ancient India, carrying a message of light on the subject of women worldwide. From this book, we can learn about the status of women in ancient India and analyze their position from ancient to modern times. The way Kautilya's time describes the status of women, it is known that importance was given to women's political development, education, socio-social status, self-reliance, women's wealth, and empowerment. In the present time, all these aspects of women have reached a more advanced and progressive stage. Kautilya's Arthashastra is gaining more relevance in the present time than in the past. Comparing it with the present time, it is seen that women of the past were much behind the women of the present time. In the present time, women are more independent and are able to claim their rights themselves. Through education, they are participating in politics and are self-governed in their social, political, economic, and other aspects. They have achieved sovereign power and have brought themselves to a stage where they are quite prosperous. Through this research, we see that the discussion about the status of women in Kautilya's Arthashastra is still relevant in the present time. Education, self-reliance, and empowerment are extremely important for the development of women.

Keywords:-

কৌটিল্য, অর্থশাস্ত্র, নারীর রাজনৈতিক উন্নতি, নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা।

Introduction:-

ভারতীয় সমাজে ঐতিহাসিক পরিক্রমায় নারী জাতি সর্বদা পুরুতান্ত্রিক প্রভাবের অধীনে থেকে এসেছে, যা তাদের অবস্থানকে করেছে দুর্বল ও সীমাবদ্ধ।দীর্ঘকাল ধরে নারীরা পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিম্নমানের অবস্থানে থেকেছেন। যেখানে তাদের মর্যাদা ও অধিকার প্রায়ই উপেক্ষিত হয়েছে এবং তাদের কণ্ঠস্বর হয়েছে স্তব্ধ। প্রতিটি সমাজের আঙিনায় নারী জাতি অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার। তাদের প্রধানত ভোগ বস্তু এবং সন্তান উৎপাদন, বিশেষ করে পুত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্ররূপে দেখা হত এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে নারী জাতি পবিত্র বলে গণ্য হত। প্রাচীন থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়ের সাথে সাথে সবকিছুর পরিবর্তন ঘটলেও নারীর প্রতি যে বৈষম্য, অত্যাচার, নিপীড়ন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার যে বিষয়টি তা আজ ও বর্তমান সমাজে বিদ্যমান।

পৌরাণিক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে আমরা তৎকালীন সমাজের নারীর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হই এবং বোঝার চেষ্টা করি নারীরা কতটা হীনমন্যতার শিকার হয়েছিল। তৎকালীন বিভিন্ন দার্শনিক নারীর সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৌটিল্য। 'কৌটিল্য' এই নামটি ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের রাজনীতিতে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তার অবিস্মরণীয় কূটনীতি ও রাজনীতির জন্য তিনি সর্বত্র সমাদৃত। রাজনীতিতে তার অবিচল বিচক্ষণতার কারণে তাকে আন্তর্জাতিক স্তরে ম্যাকিয়াভেলির সঙ্গে তুলনা করে তাকে "ভারতের ম্যাকিয়াভেলি" নামে অভিহিত করা হয়।তিনি আমাদের 'অর্থশাস্ত্র' নামক অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়ে গেছেন যেখান থেকে আমরা নারী সংক্রান্ত, রাষ্ট্র-রাজনীতি সংক্রান্ত, রাজনৈতিক কৌশল, ন্যায়-আইন, কূটনীতি, অর্থনীতি ও গুপ্তচর প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারি এবং যেটি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক হলেও কৌটিল্য দৃষ্টিতে নারীদের ভূমিকা ছিল আংশিকভাবে সক্রিয়। কারণ, সেই সময় নারীরা গৃহিনী হিসাবে অবস্থান করতেন এবং এর পাশাপাশি গুপ্তচর এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে, মৃৎশিল্পে এবং হস্তশিল্পে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। রাজপ্রাসাদে নারীরা প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন, তারা রাজ পরিবারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং গোপনীয় তথ্য সংরক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। রানী রাজাকে পরামর্শ দিতেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতেন যা তাদের ভূমিকাকে গড়ে তুলেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীদের অবস্থান সীমিত থাকলেও তিনি নারী জাতির উন্নতি ও অধিকারের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তিনি নারীকে শুধুমাত্র গৃহিনী নয় বরং সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করতেন, যারা সমাজের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম যা, তাদের সীমিত অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচর ব্যবস্থায় নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারা তপস্বিনী, নর্তকি বা গণিকা এবং ব্যবসায়ী নারী হিসেবে গুপ্তচর বৃত্তিতে নিয়োজিত থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ, ষড়যন্ত্র ফাঁস এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতেন। এইভাবে তারা রাজনৈতিক কার্যকলাপে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করেছিলেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার জন্য কঠোর আইনি বিধান ছিল যার মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা, জোরপূর্বক বিবাহ এবং সম্পত্তির অধিকার হরণের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। রাষ্ট্র নারীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিত যা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে। অর্থশাস্ত্র অনুসারে, নারীরা দুর্গ প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন এবং গোয়েন্দা হিসেবে যুদ্ধ পরিকল্পনায় অংশ নিতেন যা তাদের কৌশলগত প্রভাব ও রাজনৈতিক গুরুত্বকে তুলে ধরে। তারা দুর্গ প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন এবং গোয়েন্দা হিসেবে শত্রুর গোপন তথ্য সংগ্রহ করে রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতেন, এইভাবে তারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

স্ত্রীধন হল নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ যা বিয়ের সময়, নিজের উপার্জন অথবা বিধবা অবস্থায় অর্জিত। কৌটিল্য নারীর সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যার ফলে, তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন এবং সাবলম্বী হয়ে ওঠে। তাদের সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়, কারণ অর্থনৈতিক ক্ষমতা তাদের রাজনৈতিক প্রভাবের ভিত্তি গঠন করে।

সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক প্রথা নারীদের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। নারীদের রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে অংশগ্রহণ অনুপযুক্ত বলে মনে করা হত, যা তাদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। এই পরিস্থিতি তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথেও বাধা সৃষ্টি করেছিল, যা তাদের সামাজিক অবস্থানকে আরও দুর্বল করে তুলেছিল।

নারীদের শিক্ষার অপ্রতুলতা তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষমতাকে ব্যাহত করেছিল। শিক্ষার অভাবজনিত কারণে তারা রাজনৈতিক বিষয়াবলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারত না, যার ফলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সীমিত। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করতে পারত না, যা তাদের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর শোনার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। ফলে, তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথেও বাধা সৃষ্টি হয়েছিল।

Objectives:-

নারীর রাজনৈতিক উন্নতি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোকে একটি বিশ্লেষণ। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর ভূমিকা ছিল বহুমাত্রিক, তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল সীমিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীর রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যা প্রাচীন ভারতে নারীর রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়। প্রাচীন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীর রাজনৈতিক অবস্থার বিবর্তন বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বুঝতে সাহায্য করবে যে কীভাবে নারীর রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে এবং এর অন্তর্নিহিত কারণগুলি কী কী ? এই বিশ্লেষণ নারীর রাজনৈতিক উন্নতির জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে। নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক, এবং রাজনৈতিক বাধাগুলি বুঝতে পারা যাবে এবং নারীর রাজনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত করা যাবে। নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার, সমাজ, এবং নারীদের নিজেদের ভূমিকা কী তা বিশ্লেষণ করা হবে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল নারীর রাজনৈতিক অবস্থার একটি বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরা এবং নারীর রাজনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত করা। আশা করা হচ্ছে যে এই গবেষণা নারীর রাজনৈতিক উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

Methodology:-

এই গবেষণা একটি গুণগত এবং তাত্ত্বিক গবেষণা, যেখানে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতে নারীর রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়গুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণারভুক্ত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক অবস্থার বিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Result:-

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীদের শিক্ষা, গুপ্তচর ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । কৌটিল্য নারীদের শিক্ষার গুরুত্ব, তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি নারীদের গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন। কৌটিল্য নারীদের উন্নতির জন্য যে কারণগুলি উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অন্যতম। তিনি নারীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন, নারীদের জন্য পৃথক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, নারীদের জন্য বিশেষ আইনি সুরক্ষা, নারীদের স্ত্রীধন , নারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা, এবং নারীদের জন্য রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং সমাজে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে পারে। বর্তমান সময়ে, নারীদের অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। তারা শিক্ষিত, কর্মজীবী এবং রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়। নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। তাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের

আর্থসামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোকে, বর্তমান সময়ে নারীদের উন্নতির জন্য যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে নারীদের শিক্ষার হার বাড়াতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা , নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, নারীদের আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হলে, নারীদের অবস্থা আরও উন্নত হবে এবং তারা সমাজে তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হবে।

Discussion:-

সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময়ে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামঞ্জস্য রেখে নারী তার অবস্থান কিছুটা হলেও পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র শুধুমাত্র তৎকালীন মৌর্য সাম্রাজ্যের নারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং বর্তমানে নারীদের জীবনে এই গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থশাস্ত্র আজ ও নারীদের উন্নতির দিক নির্দেশক রূপে গণ্য হয়। কৌটিল্য সর্বদা নারীর শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ শিক্ষাই সমাজের মেরুদন্ড। শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজে অস্পৃশ্যতা, বৈষম্য, নিপীড়ন, অত্যাচার, শোষণ, বল প্রয়োগ ইত্যাদির পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং শিক্ষার মাধ্যমে নারী তার অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে।

প্রাচীনকালে নারীর মধ্যে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম ছিল অর্থাৎ সীমিত পর্যায় ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তা আমরা দেখতে পাই। তৎকালীন সমাজে অধিকাংশ নারী তার সমগ্র জীবন সাংসারিক বন্ধন এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল এবং পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করত। কিন্তু কৌটিল্য নারী জাতির শিক্ষার হার বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন যাতে তারা তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং শিক্ষার মাধ্যমে তাদের অধিকার (স্ত্রীধন, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা প্রভৃতি) সংরক্ষণ করতে পারে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন বর্তমানে নারীজাতি নিজেদেরকে প্রগতিশীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারা শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদেরকে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজে তারা নারী-পুরুষের বৈষম্যের বেড়াজাল ভেঙে নিজেদের মর্যাদা ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। তারা বর্তমানে নিজেদের ওপর হওয়া অত্যাচার, শোষণ এগুলিকে নিঃশেষ করে এবং রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে তারা তাদের ক্ষমতায়ন গড়ে তুলছে। নারী উন্নতির মূল উপাদান হল শিক্ষা, কারণ শিক্ষায় জীবনের মূল চালিকা শক্তি। আর এই "নারী শিক্ষা" র উপর জোর দিয়েছিলেন কৌটিল্য তার 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে। তাই তার অর্থশাস্ত্রে নারী শিক্ষা বিষয়ক যে নক্ষত্রের ন্যায় আলোর আভাস দিয়ে গেছেন সেই আলো এখনো বর্তমান সমাজে নারীর জীবনে প্রানোজ্জ্বল হয়ে থেকে গেছে।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে নারীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করছে এবং এই অংশগ্রহণের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেটা একসময় কল্পনার অতীত ছিল। যেমন ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবীসিং প্যাটেল এবং বর্তমান মহিলা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই যে মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ তাও দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এটি সম্ভব হয়েছে নারী শিক্ষার মাধ্যমে, নারীর সচেতনতার মাধ্যমে এবং নারীর উদ্যম ইচ্ছার মাধ্যমে। নারীরা শিক্ষিত, কর্মজীবি এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। বর্তমানে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার পাচ্ছে। শিক্ষা নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছে এবং তাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করছে এবং তাদের নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করছে।

প্রাচীনকালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীর আত্মনির্ভরশীলতা এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কে জানা যায়। প্রাচীনকালে নারীরা গৃহবন্দীর পাশাপাশি হস্তশিল্প কৃষি ও বাণিজ্য করতেন । তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের উপর নির্ভরশীল ছিলেন কিন্তু, বর্তমানে এর পরিধি হয়েছে ব্যাপক। বর্তমানে নারীরা বিভিন্ন রকম কর্মসংস্থানে (শিক্ষা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ব্যবসা রাজনীতি প্রভৃতি) মাধ্যমে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করছে। এছাড়াও বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সামাজিক গণমাধ্যমের মাধ্যমে (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram প্রভৃতি) নারীরা নিজেদেরকে যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে আত্মনির্ভরশীল করছে।

কৌটিল্যের সময়ে, জাতপাত সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র। এই বর্ণবিভাগের ভিত্তিতে নারীদেরও বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পিতা, স্বামী, বা পুত্রের অধীনে থাকতেন। উচ্চ বর্ণের নারীরা বাড়িতে হস্তশিল্পের কাজ করতেন, আর নিম্নশ্রেণীর নারীরা গৃহকর্মী বা নর্তকী হিসেবে কাজ করতেন। সামরিক ব্যবস্থায় গুপ্তচর হিসেবেও তারা কাজ করতেন। সেই সময় নারীদের ভূমিকা ছিল সীমিত, এবং এর প্রধান কারণ ছিল জাতপাত। কিন্তু বর্তমান সমাজে নারীরা নিজেদের পরিচয় তৈরি করেছে, এবং জাতপাতের প্রভাব কমে গেছে। আজকের নারীরা ক্ষমতায়ন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামাজিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। তারা জাতপাতকে গুরুত্ব দেয় না, বরং নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা, এবং প্রতিভার ভিত্তিতে পরিচিত হতে চায়।

প্রাচীন ভারতে নারীদের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে কৌটিল্য এর অর্থশাস্ত্রে বেশ কিছু বিধান আছে। প্রাচীনকালে নারীদের সম্পত্তির অধিকার সীমিত ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবিধানে নারীর সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করেছে। ভারতীয় সংবিধানে ১৪, ১৫(১), ১৬ নম্বর ধারায় নারীদের সমান অধিকার প্রদান করে। বর্তমানে নারী তার সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার ভোগ করে।

তৎকালীন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর কোন ক্ষমতা ছিল না। তাদের সমগ্র জীবন পুরুষ নিয়ন্ত্রণে অতিবাহিত হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারী নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে নারীরা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হতেন। উদাহরণস্বরূপ সতীদাহ প্রথা। কিন্তু বর্তমানে সরকার/সংবিধান নারী নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন আইন ও পদক্ষেপ নিয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে নারী তার জীবন তার নিজের নিয়ন্ত্রণে অতিবাহিত করছে। এছাড়াও বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে নারীরা এখন বিভিন্ন গণমাধ্যমের মাধ্যমে তাদের সমস্যার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারছে। এবং সেখানে "Me Too" মাধ্যমে তারা অভিযোগ দায়ের করতে পারছে এবং সেই সমস্যার সমাধান ও তারা খুঁজে পাচ্ছে। বর্তমানে সব দিক থেকে নারীরা পূর্ণস্বাধীনতা পায় যা তাদের ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করছে।

প্রাচীনকালে নারীদের রাজনৈতিক অবস্থা সীমিত ছিল কারণ তারা পুরুষদের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের শিক্ষার অধিকার ছিল , তারা গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত থাকত। বর্তমানে নারীদের রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত কারণ তারা শিক্ষিত,

কর্মজীবী এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, এবং আইনগত সুরক্ষা নারীদের রাজনৈতিক অবস্থা উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রাচীনকালে নারীদের রাজনৈতিক অবস্থা সীমিত থাকার কারণে তারা সমাজে অবদান রাখতে পারত না। বর্তমানে নারীদের রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত থাকার কারণে তারা সমাজে অবদান রাখছে এবং দেশের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের নীতি নির্ধারণে তাদের মতামত গুরুত্ব পাচ্ছে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নতিতে সহায়ক হচ্ছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র তৎকালীন সময়ে রচিত হলেও বর্তমান সমাজে নারীদের জীবনযাত্রার উপর এর গভীর প্রভাব পড়ছে। বর্তমান সমাজে নারীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেছে, এবং তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক সচেতন ও প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে, "বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও" প্রকল্প (২০১৫) এর মাধ্যমে নারীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা তাদের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, "আয়ুষ্মান ভারত" প্রকল্প (২০১৮) এর মাধ্যমে নারীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যা তাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে অবদান রাখছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, "মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা" (১৯৯৩) এর মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করছে।

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, "নারী নির্যাতন বিরোধী আইন" (২০১০) এর মাধ্যমে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও নির্যাতন রোধ করা হচ্ছে, যা তাদের জীবনকে আরও নিরাপদ করছে। সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে, "সম্পত্তি হস্তান্তর আইন" (১৮৮২) এর মাধ্যমে নারীদের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা তাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করছে।

বর্তমান সরকার নারীদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যা তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতের নারীদের ক্ষেত্রেই নয়, বর্তমান সময়ে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নারীদের উপরেও এর গভীর প্রভাব পড়বে।

"কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোকে নারী রাজনৈতিক উন্নতির বিশ্লেষণ করে সমস্যা চিহ্নিত হচ্ছে যে, তৎকালীন সময়ে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন সীমিত ছিল। নারীদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও, তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মের কারণে নারীদের রাজনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়েছিল।

এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে,নতুনত্ব দেওয়া হচ্ছে যে, নারীদের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ম পরিবর্তন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং নারীদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে, নারীদের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এই গবেষণার ফলাফল হল, নারীদের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য একটি সক্ষম এবং সক্রিয় পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে তারা তাদের অধিকার এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। এই গবেষণা সমাজের কাজে লাগবে কারণ এটি নারীদের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য একটি নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

Conclusion:-

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোকে নারী রাজনৈতিক উন্নতির বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, তৎকালীন সময়ে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন সীমিত ছিল। কৌটিল্য নারীদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তবে তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মের কারণে নারীদের রাজনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়েছিল।

বর্তমান সময়ে নারীরা দেশের সামরিক ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখছে। কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংয়ের মতো নারী অফিসাররা ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বিমানবাহিনীতে অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছেন, যেটা কৌটিল্যের সময়ে অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রের মাধ্যমে নারীর সার্বিক উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। বর্তমানে সামরিক ক্ষেত্রে নারীদের এই অবদান নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমাজে তাদের উন্নয়নের প্রতিফলন।

এই গবেষণার নতুনত্ব হল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোকে নারী রাজনৈতিক উন্নতির বিশ্লেষণ করে বর্তমান সময়ে নারীদের রাজনৈতিক উন্নতির প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, নারীদের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ম পরিবর্তন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং নারীদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা হিসাবে, নারীদের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য আরও বেশি করে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। সরকার এবং সমাজকে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়নের জন্য আরও বেশি করে কাজ করতে হবে। নারীদের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য একটি সক্ষম এবং সক্রিয় পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে তারা তাদের অধিকার এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। নারীদের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য উন্নত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে , যাতে তারা তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। সমাজে তাদের যথাযথ স্থান পায়, এবং একটি অদ্বিতীয় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, যেখানে নারীরা হবে সমাজের এক অপরিহার্য অঙ্গ। যেখানে তাদের অবদান হবে সমাজের উন্নতির এক অন্যতম পথিকৃৎ, যা হবে এক মহান অরণ্যোদ্গম, এবং তাদের সাফল্য হবে এক পরম পরাকাষ্ঠা।

Reference:-

1. দত্ত, চৈতালি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সম্পাদনা ও ভাষান্তর, ঋদ্ধি প্রকাশন।
2. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, রাজনীতি ও নারীশক্তির ক্ষমতায়নের নব দিগন্ত, শ্রী প্রশান্ত আদিত্য ম্যানাস্ক্রিপ্ট, ইন্ডিয়া, ১৬৬/৩ শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রোড, সাঁতরাগাছি, রামরাজতলা, হাওড়া – ৭১১১০৪.
3. Sharma , Ram Sharan, (August 1977), Ancient India, National Council of Educational Research & Training, New Delhi,
4. কাপুর, ডক্টর রাধিকা, (ফেব্রুয়ারি ২০২১), প্রাচীন ভারতে নারীর মর্যাদা, রিসার্চ গেট।
5. Altekar, Dr. A.S., (Reprint 1987), Position of Women in Hindu Civilization, Motilal Banarsidass, Delhi, 2nd edn.
6. Nanda, B.K., (2007), Political and Cultural History of India, Arise Publishers and Distributors, New Delhi, 1St edn.
7. Jaiswal, Suvira, Female Images in the Arthashastra of Kautilya, Source – Social Scientist, Vol. 29, No.3/4 (Mar.-Apr., 2001), PP.51-59. Published by – Social Scientist, Stable URL- http://www.jstor.org/stable/3518338, Acessed: 16-12-2026 10:28 UTC.